নবান্নে বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা

দেউচা-পাঁচামিতে কয়লা উত্তোলন শুরু হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : অবশেষে দেউচা-পাঁচামি প্রকল্পের জট কাটল। খুব শীঘ্রই বীরভূমের এই কোল ব্লকে কয়লা উত্তোলনের কাজ শুরু করবে রাজ্য সরকার। ব্লকটি দীর্ঘদিন আগেই রাজ্যের জন্য বরাদ্দ করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু নানা জটিলতায় কাজ শুরু করা যায়নি। এনিয়ে বুধবার নবান্নে উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আগামী সপ্তাহে এবিষয়ে একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরের পর কয়লা উত্তোলনে পরবর্তী পদক্ষেপ করবে রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পেও মূল সমস্যা আদিবাসীদের জমি অধিগ্রহণ। তাতে কিছু আইনি জটিলতাও ছিল। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এলাকার অধিবাসীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে কোনো কাজ করা হবে না।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার নবান্নে ওই বৈঠকের পর সাংবাদিকদের বলেন, 'বিরাট এই প্রকল্পটি রূপায়িত হলে বাংলাকে আর ১০০ বছরের জন্য কয়লার কথা ভাবতে হবে না। ১২ হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্পে কেন্দ্র এবং রাজ্যের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি লক্ষাধিক মানুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত হবে।' পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম কোল ব্লক বীরভূমের এই দেউচা-পাঁচামি এলাকা। তিন বছর আগে কেন্দ্রীয় সরকার ওই এলাকায় কয়লা উত্তোলনের অনুমতি দিয়েছিল রাজ্যকে। এলাকায় ১১টি মৌজায় ১১২২২.৫ একর জমিতে ওই প্রকল্প গড়ে উঠবে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এর মধ্যে প্রায় ২০০০ একর জমি খাস। এলাকায় ৩৯৫টি পরিবারের ৪০০০ বাসিন্দা বাস করেন। এদের উল্লেখযোগ্য অংশই আদিবাসী।

বিরোধী নেত্রী থাকার সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রামের জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ওই আন্দোলনগুলিই তাঁকে ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করেছিল। সেই মমতাকেই এখন উন্নয়নের প্রয়োজনে জমি অধিগ্রহণ করার পথে এগোতে হচ্ছে বলে কিছুটা অস্বস্তি যে রয়েছে, তা তাঁর মন্তব্যেই স্পষ্ট। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'দেউচা-পাঁচামি প্রকল্প রূপায়ণে তাড়াহুড়ো করা হবে না। স্থানীয় বাসিন্দাদের পুনর্বাসন, জীবিকা, পরিবেশরক্ষা, বনসৃজন ইত্যাদি নিশ্চিত করেই পুরো প্রকল্পের রূপরেখা চূড়ান্ত করা হবে। তারপর শুরু হবে কাজ।' এজন্য মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে একটি তদারকি কমিটি তৈরি হয়েছে। আলাদাভাবে বিশেষজ্ঞদের একটি গোষ্ঠী থাকবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, কীভাবে পুনর্বাসন দেব, যাতে কারও অসুবিধে না হয়, সেইভাবে জীবিকার সংস্থান ইত্যাদির বিষয়গুলি দেখতে হবে।

বৃহস্পতিবারই সিপিএমের যুব সংগঠনের উদ্যোগে সিঙ্গুরে শিল্পায়নের দাবিতে নবান্ন অভিযানের কর্মসূচি নির্ধারিত আছে। তার আগের দিন দেউচা-পাঁচামি নিয়ে বৈঠক এবং পুনর্বাসনকে অগ্রাধিকার দেওয়া তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। দেউচা-পাঁচামিতে ভূগর্ভে অনেকটা নীচে রয়েছে কয়লা। তার ওপর রয়েছে পাথরের স্তর। ফলে কয়াল উত্তোলনের জন্য আগে পাথর কাটতে হবে। এতে পাথর ও কয়লা, দুটোই উত্তোলন করা যাবে। এই প্রকল্পে পরিবেশরক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য কেন্দ্রকে আগাম ৫০ কোটি টাকা জমা দিতে হবে রাজ্য সরকারকে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ১০০ কোটি টাকা দিতে বলা হয়েছে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে। প্রকল্পটি রূপায়ণে ৫ বছর সময় লাগবে। এতে এলাকার উপজাতি, সংখ্যালঘু ও তপশিলি মানুষরা উপকৃত হবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। তিনি জানান, বর্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলি ও জঙ্গলমহল এতে বিশেষভাবে উপকৃত হবে। স্থানীয়রা কাজের অগ্রাধিকার পাবেন।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই প্রকল্পের মাধ্যমে যদি বিপুল কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়, তাহলে সেটা মুখ্যমন্ত্রী এবং তৃণমূলের পক্ষে অত্যন্ত ইতিবাচক হবে বলে মনে করা হচ্ছে। তৃণমূল নেত্রী নিজেও সেকথা মনে করছেন বলে জানা গিয়েছে। এদিন তাঁর বক্তব্যেও এই বিষয়ের আভাস ছিল। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '৫ বছরের একটি কর্মযজ্ঞ। এতে বাংলা সোনার মুকুট পরবে। অনেক আয়, অনেক সম্পদ হবে।' পরিবেশরক্ষায় দূষণ নিয়ন্ত্রণ দপ্তরকে তিনি কয়েক লক্ষ নারকেল চারা কিনতে বলেছেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এলাকায় বজ্রপাতে মৃত্যু ঠেকাতে এই পদক্ষেপ।

ফ্যাশন।। কলকাতায় ডিজাইনার গৌরব গুপ্তার আউটলেটের উদ্বোধন।

কেন্দ্রীয় ট্রাফিক আইনে না রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : রাজ্য সরকার কেন্দ্রের মোটর ভেহিকল আইন এখনই রূপায়ণ করছে না বলে জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার নবান্নে তিনি বলেন, 'সব সরকারি অফিসারের মতে, এটি কার্যকর করলে মানুষের ওপর বোঝা চাপানো হবে।' কেন্দ্রের মোটর যান সংক্রান্ত আইনে ট্রাফিক বিধি ভাঙলে চড়া হারে জরিমানা ধার্য করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, অনেক গরিব মানুষ আছেন, তাঁরা এত টাকা কোথা থেকে জরিমানা দেবেন? সবসময় জরিমানা করে সমস্যার সমাধান হয় না। কেন্দ্র কারও সঙ্গে আলোচনা না করে একতরফাভাবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি বিধানসভা ভবনে পরিবহণমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন, রাজ্যে কেন্দ্রের এই আইন চালু করা হবে না। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ট্রাফিক আইন ভাঙলে জরিমানা ৫০০ টাকা থেকে একলাফে বাড়িয়ে ১০ হাজার টাকা করা হয়েছে। এর ফলে সবারই অসুবিধা হবে। এই আইন তাঁরা এখন রাজ্যে রূপায়িত করবে না বলে জানান তিনি।

একাধিক রাজ্যে এই নতুন আইন চালু হওয়ায় বহু গাড়ি, ট্রাকচালকদের নাভিশ্বাস উঠেছে। বিপুল পরিমাণে জরিমানা দিতে জেরবার হচ্ছেন অনেকেই। কেন্দ্রের দাবি, দুর্ঘটনা কমাতে এই কঠোর পদক্ষেপ করা হয়েছে। রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' প্রকল্পের ব্যাপক প্রচারে দুর্ঘটনা অনেক কমেছে বলে সরকারের দাবি। এই আইন চালুর আগে বামপন্থী সংগঠনগুলি বিক্ষোভ, আন্দোলনও করে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় কেন্দ্রীয় আইন রাজ্যে বলবৎ করাই দস্তুর। তবে জরিমানা সহ কয়েকটি ক্ষেত্রে রাজ্য তা কমিয়ে নিজের মতো করে নিতে পারে। রাজ্য সরকার বিভিন্ন স্তরে এই আইন নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে।

পুজোর আগে দুটি নতুন সেতু

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : পুজোর আগে কলকাতায় আরও দুটি নতুন সেতু চালু হতে চলেছে। দক্ষিণ কলকাতায় প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড এবং করুণাময়ী এলাকায় টালি খালের উপর দুটি সেতুর কাজ বুধবার পরিদর্শন করেন কলকাতার মেয়র তথা পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা সহ পদস্থ পুলিশ কর্তারা। সেতু পরিদর্শন করে ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'পুজোর আগেই সেতুগুলি যান চলাচলের উপযোগী করা হবে। এখনও কিছু কাজ বাকি আছে। কিন্তু করুণাময়ী সেতুর এক প্রান্তে একটি পুরোনো মন্দির থাকায় ওই দিকটি সরু হয়ে গিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে কলকাতা পুলিশের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। অন্যদিকে, ইজাজ তুল্লা লেনের দিকটিতে প্রায় ২০ বছরের পুরোনো নবোদয় সংঘের দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় সেতু চালু হলে সমস্যায় পড়তে পারে পুজো কমিটি। তাই আপাতত টলি ক্লাবের মধ্যে তাদের পুজোর জন্য জায়গা দেওয়া হচ্ছে।' পাশাপাশি গাড়ি চলাচলের সুবিধার জন্য টলি ক্লাবের প্রাচীর ভেঙে কিছুটা পিছনে সরিয়ে নেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল। পুরসভার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত এবিষয়ে ক্লাবের তরফে কোনো আপত্তি জানানো হয়নি। অনুমতি পেলেই দ্রুত কাজ শুরু হবে।

অন্যদিকে, বিশেষজ্ঞ সংস্থাকে দিয়ে রাজ্যের ৫০০টি সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন। ইতিমধ্যেই কলকাতার ৬টি সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সংস্কারের কাজ করেছে বিশেষজ্ঞ দল। এবার সেই পথেই পূর্ত ও পূর্ত সড়ক বিভাগের অধীন প্রায় ৫০০টি সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ৩টি উপদেষ্টা সংস্থাকে নিয়োগ করা হয়েছে। এবিষয়ে পূর্তমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন, 'মাঝেরহাট সেতু ভেঙে পড়ার পর রাজ্যের বিভিন্ন সেতু সারানোর বিষয়টি আমাদের অগ্রাধিকারের তালিকায় রয়েছে সেই কাজ দ্রুত শেষ করা হবে। উপদেষ্টা সংস্থার পরামর্শ অনুযায়ী সেতুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এখন ইঞ্জিনিয়ারদের।' মাঝেরহাটে সেতু ভাঙার পর পূর্ত সচিব অর্ণব রায় তিন মাস অন্তর সেতু রক্ষণাবেক্ষণও যাচাইয়ের জন্য পোর্টাল তৈরি করেছিলেন।

নানুরে বিজেপির মিছিল। ছবি ঃ তথাগত চক্রবর্তী

সিবিআই তদন্তের দাবি

স্বরূপের দেহ নিয়ে মিছিল

নানুর, ১১ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘ টালবাহানার পর মঙ্গলবার রাত ১১টা ২০ নাগাদ পুলিশ মৃত বিজেপি কর্মী স্বরূপ গড়াইয়ের দেহ তাঁর স্ত্রী চায়না গড়াইয়ের হাতে তুলে দেয়। এরপর রাত ১টা নাগাদ তাঁর বাড়িতে দেহ নিয়ে আসা হয়। মঙ্গলবার রাতে দেহ বরফে ঢাকা ছিল। বুধবার কাটোয়ার উদ্ধারণপুর ঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। সেখানে বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ ও বীরভূমের বিজেপির জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল স্বরূপবাবুর দেহে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানান। এদিন স্বরূপবাবুর দেহ নিয়ে নানুর থেকে মিছিল করা হয়। এদিকে, স্বরূপবাবুর মৃত্যুর ঘটনায় মূল অভিযুক্তরা এখনও অধরা থাকায় এসপি অফিসের সামনে ধরনায় বসেন গ্রামবাসীরা।

শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার পর মৃতের ভাই অনুপকুমার গড়াই বলেন, 'আমরা সিবিআই তদন্ত চাই। যারা আমার দাদাকে মেরেছে, তাদের ফাঁসি চাই। পুলিশের উপস্থিতিতে এই ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ কোনোরকম সহযোগিতা করেনি। প্রথমে দাদাকে বোলপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কিন্তু সেখানেও চিকিৎসা হয়নি। সেখানে থেকে বর্ধমান পাঠানো হলেও কোনো চিকিৎসা হয়নি। তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা ঘর ভেঙে টাকা লুঠ করেছে। ওরা পরিকল্পনামাফিক কাজ করেছে। বিজেপি যে করবে তাকে মেরে দেওয়া হবে। জড়িতদের নামে থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। পুলিশ নিন্দাজনক কাজ করছে। আমার দাদা বিজেপির বুথ প্রেসিডেন্ট, তাই তাঁকে মরতে হল। চিকিৎসার অভাবে আমার দাদাকে মরতে হল।'

মৃতের স্ত্রী চায়না গড়াই বলেন, 'বিনা দোষে আমার স্বামী মারা গেল। দোষীদের ধরতে হবে। ওদের সাজা চাই।' শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, 'আমরা মৃতের পরিবারের সঙ্গে আছি।'

বিধানসভায় দেবশ্রীকে ঘিরে জল্পনা

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : অভিনেত্রী বিধায়ক দেবশ্রী রায় প্রায় ১ মাস পর আড়াল থেকে প্রকাশ্যে এলেন বটে। কিন্তু তাঁকে নিয়ে রহস্য ঘুচল না। তিনি তৃণমূলেই থেকে যাবেন বলে জল্পনা শুরু হয়েছে। দেবশ্রী অবশ্য বিজেপিতে যোগ দেননি। দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন। কেন্দ্রের শাসকদলে যোগ দিতে দিল্লিও গিয়েছিলেন। গভীররাতে তাঁকে সল্টলেকে রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের বাড়ির সামনেও দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে দেখা গিয়েছিল। তারপর বুধবারই প্রথম প্রকাশ্যে এলেন রায়দিঘির বিধায়ক। সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা অধিবেশনে তাঁকে একদিনও দেখা যায়নি। কিন্তু এদিন তিনি এসেছিলেন বিধানসভা ভবনে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে যোগ দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য। বৈঠকে অংশ নিয়ে তিনি তড়িঘড়ি ফিরে যান। সাংবাদিকদের কোনো প্রশ্ন করারও সুযোগ দেননি।

যদিও তৃণমূল সূত্রে খবর, বিধানসভা ভবনে মহিলা বিধায়কদের জন্য নির্ধারিত ঘরে তিনি দলীয় সতীর্থদের সঙ্গে আলোচনায় জানিয়েছেন, একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তাঁকে দিল্লি নিয়ে গিয়েছিল। ওই সময় ওই ঘরে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, মালা সাহা, জ্যোৎস্না মান্ডি প্রমুখ। তবে কোন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তাঁকে দিল্লি নিয়ে গিয়েছিল, তা খোলসা করেননি দেবশ্রী। পশুপ্রেমী হিসেবে রায়দিঘির এই বিধায়কের সঙ্গে অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার

বিধানসভা ভবনে মহিলা বিধায়কদের জন্য নির্ধারিত ঘরে দেবশ্রী রায় দলীয় সতীর্থদের সঙ্গে আলোচনায় জানিয়েছেন, একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তাঁকে দিল্লি নিয়ে গিয়েছিল। তবে কোন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তাঁকে দিল্লি নিয়ে গিয়েছিল, তা খোলসা করেননি।

যোগ আছে। তিনি দিল্লিতে বিজেপির সদর দপ্তরে গেলেও শেষপর্যন্ত গেরুয়া পতাকা হাতে তুলে নেননি। সেদিনই ওই দপ্তরে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজেপি সূত্রে খবর, এই দুজনের তীব্র আপত্তির কারণে সেদিন দেবশ্রীর বিজেপিতে যোগদান ভেস্তে যায়। তিনি ওই দপ্তর থেকে বেরিয়ে সোজা কলকাতার বিমান ধরেন। তারপর থেকে কার্যত লোকচক্ষুর আড়ালেই ছিলেন এককালের ডাকসাইটে নায়িকা। শোভন-বৈশাখী অবশ্য বারবারই দেবশ্রীর বিজেপিতে যোগদানের বিরোধিতা করছেন প্রকাশ্যে। দেবশ্রী এলে তাঁরা বিজেপিতে থাকবেন না বলে হুমকিও দিয়েছেন। এই জলঘোলায় বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অত্যন্ত বিরক্ত। এই পরিস্থিতিতে দেবশ্রীর স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে যোগদান নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

শোভনের মতোই দেবশ্রীর বিজেপিতে যোগদানের সম্ভাবনা নিয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব এখনও মুখ খোলেননি। ফলে, দেবশ্রীর দরজা তৃণমূলের জন্য খোলা আছে বলেই মনে করা হচ্ছে। এদিন তিনি শাসকদলের বিধায়ক পরিচয়ে স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে যোগ দেন। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, দল এই ঘটনাটি মোটেই ভালো চোখে দেখছে না। ইতিমধ্যেই ঘটনাটি কেন্দ্রীয় নেতাদের কাউকে কাউকে জানানো হয়েছে। ফলে, দেবশ্রীর বিজেপিতে যোগদান অনিশ্চিত হয়ে পড়ল বলে মনে করা হচ্ছে।

বিপর্যয় কাটছে না মনঃকষ্ট নিয়েই চলে গেলেন বৃদ্ধা

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর (সংবাদ) : বউবাজারের বিপর্যয় শেষই যেন হচ্ছে না। বুধবার ভোরে স্যাকরাপাড়া লেনে আরও একটি বাড়ি ভেঙে পড়েছে। এভাবে বাড়ির সঙ্গে মন ভাঙতে ভাঙতে সহ্যশক্তি কমে আসছে ঘরছাড়াদের। মঙ্গলবার রাতেই ঘরছাড়া অশীতিপর বৃদ্ধা অঞ্জলি মল্লিক হোটেলের ঘরে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। স্যাকরাপাড়া লেনের খোলামেলা বাড়ি ছেড়ে হোটেলের দমবন্ধ ঘরে আসা ইস্তক খারাপ খবরই তাঁর সঙ্গী।

রোজই অঞ্জলি মল্লিক শুনতে পাচ্ছিলেন সব ভেঙে যাচ্ছে, সব ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। ভিটের সঙ্গে মাটিতে মিশে যাচ্ছে সব আশা, ভরসা। বয়স তো হয়েছিল, কিন্তু এই খারাপ সময়ই হয়তো তাঁর শেষ সময় হয়ে ওঠার অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন অঞ্জলিদেবীর পরিবার। মঙ্গলবার রাতে আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তড়িঘড়ি তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা পরীক্ষা করে জানিয়ে দেন, মৃত্যু হয়েছে তাঁর। একে বেঘর অবস্থা, তার ওপর স্বজনের মৃত্যু-পরবর্তী আচার পালনের বিধি। হোটেলের ঘুপচি ঘরে থাকা মানুষজন নতুন করে বিপদের মুখে।

মৃতার পরিবারের অনুরোধে বুধবার তাঁর মরদেহ কিছুক্ষণের জন্য বিপজ্জনক সেই ভিটেতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারপর অঞ্চলিদেবীর মৃতদেহ নিমতলা মহাশ্মশানে নিয়ে গিয়ে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। বাড়ি ধসে পড়ার দিন পরিবারের সবাই অন্যত্র সরে গেলেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভগ্নপ্রায় বাড়িতে মা অঞ্জলি-কে নিয়ে থেকে গিয়েছিলেন আরতি। কিন্তু গত বুধবার প্রায় জোর করেই মা-মেয়েকে বাড়ি থেকে বের করে হোটেলে পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছে রেখে আসে পুলিশ ও মেট্রো কর্তৃপক্ষ। সকলের সঙ্গে হোটেলের একটি ঘরে ঠাসাঠাসি করে থাকা ও হোটেলের পরিবেশের সঙ্গে খাপখাইয়ে নিতে পারেননি অঞ্জলিদেবী। মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার রাতে তাঁরাই অঞ্জলিদেবীকে হাসপাতালে নিয়ে যান। তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়ার খরচও মেট্রো কর্তৃপক্ষ বহন করবে বলে আশ্বাস দিয়েছে।

এদিন ভোরে আবার নতুন করে স্যাকরাপাড়া লেনের আরও একটি বাড়ির একটা অংশ ধসে যায়। তবে কারও কোনো শারীরিক ক্ষতি হয়নি। গোটা এলাকাই তো জনশূন্য। সবাইকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ১ সেপ্টেম্বর থেকে প্রতিদিনই কোনো না কোনো বাড়ি ভেঙে পড়ছে। মঙ্গলবার ৫ সদস্যের বিশেষজ্ঞ দল পরীক্ষার পর বলেছিল, এই এলাকায় আর নতুন করে বড়ো কিছু ঘটবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এদিন একই ঘটনা ঘটল। মঙ্গলবার থেকে কেএমআরসিএলের এই বিশেষজ্ঞ দলটি মোট ৭১টি বিপজ্জনক বাড়ি পরিদর্শন করা শুরু করেছে। বাড়িগুলি পরীক্ষা করে ওই দল জানাবে, কোন বাড়ি পুরোপুরি বানাতে হবে, কোনটি মেরামত করে দিলেই চলবে। তবে এই দল যা বলবে, তাই যে কলকাতা পুরসভা মেনে নেবে, এমনটা নয়।

বউবাজার এলাকার দুর্গা পিতুরি লেন, স্যাকরাপাড়া লেন, গৌর দে লেন ও বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিটের বাড়িগুলি কলকাতা পুরসভাকে আলাদাভাবে পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন। সেই অনুযায়ী পুর কমিশনার খলিল আহমেদ পুরসভার বিল্ডিং দপ্তরকে পৃথকভাবে প্রতিটি বাড়ি পরীক্ষার নির্দেশ দেন। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে দুর্গা পিথুরি লেনের বাড়িগুলির। এই লেনের ৩৬টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্যাকরাপাড়া লেনের ২০টি, গৌর দে লেনের ১০টি ও বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিটের ৫টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে প্রতিদিনই ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির সংখ্যা বাড়ছে।

মেয়র ফিরহাদ হাকিম পুরকর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন, সমস্ত বাড়ি পরীক্ষা করতে। তাঁর যুক্তি হল, মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ কাজ করে দিয়ে চলে যাওয়ার পর যদি আবার কোনো বিপর্যয় হয়, তার দায় কে নেবে? সেইজন্যই পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারদের তদন্ত করার প্রয়োজন রয়েছে। যদিও দুই দলের রিপোর্ট আলাদা হলে কী হবে,

আতঙ্কপুরী বউবাজার

রোজই অঞ্জলি মল্লিক শুনতে পাচ্ছিলেন সব ভেঙে যাচ্ছে, সব ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। ভিটের সঙ্গে মাটিতে মিশে যাচ্ছে সব আশা, ভরসা। বয়স তো হয়েছিল, কিন্তু এই খারাপ সময়ই হয়তো তাঁর শেষ সময় হয়ে ওঠার অন্যতম কারণ বলে মনে করছে অঞ্জলিদেবীর পরিবার।

তার উত্তর এখনই পাওয়া যাবে না। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলি সারাইয়ের ব্যবস্থা করা সম্পূর্ণ হলেই আবার মেট্রো সুড়ঙ্গের কাজ শুরু হবে। আপাতত আতঙ্কপুরী বউবাজারের চোখে ঘুম নেই।

রাজীব মামলার শুনানি শেষ, রায়দান শুক্রবার

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর (সংবাদ) : রাজীব কুমার মামলার সওয়াল-জবাব শেষ হল হাইকোর্টে। বুধবার অবশ্য রায়দান স্থগিত রাখে আদালত। আগামী শুক্রবার দুপুর আড়াইটেয় বিচারপতি মধুমতী মিত্রর এজলাসে রায়দানের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে মামলার রায় না বেরোনো পর্যন্ত বিধাননগর ও কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে সিবিআই কঠোর পদক্ষেপ করতে পারবে না বলে আদালতের নির্দেশ। রাজীব কুমারকে সারদা মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করতে সিবিআই নোটিশ পাঠিয়েছিল। সেই নোটিশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গত বছর পূজাবকাশে হাইকোর্টের বিচারপতি প্রতীকপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এজলাসে মামলা করেন সিআইডির বর্তমান এডিজি রাজীব কুমার। প্রায় এক বছর ধরে হাইকোর্টে বিচারাধীন রয়েছে মামলাটি। বিভিন্ন বেঞ্চ ঘুরে শেষে বিচারপতি মধুমতী মিত্রর এজলাসে শেষ হল মামলাটির শুনানি। রাজীব কুমারের আইনজীবী মিলন মুখোপাধ্যায় মোট ২৩ দিন সওয়াল করেছেন। সিবিআইয়ের আইনজীবী ওয়াই জেড দস্তুর সওয়াল করেন ৭ দিন। প্রথমদিকে শুনানি পর্ব প্রকাশ্য আদালতে চললেও সিবিআইয়ের সওয়ালের দু'দিনের মাথায় আদালতের নির্দেশে পরবর্তীকালে তা রুদ্ধদ্বার কক্ষে হয়। বুধবার শেষ হয়েছে দু'পক্ষের সওয়াল-জবাব।

বেআইনি অর্থ লগ্নিকারী সংস্থা সারদার আর্থিক কেলেঙ্কারির মামলায় নাম জড়ায় রাজীব কুমারের। সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে সারদায় সিবিআই তদন্ত শুরুর আগে রাজ্য সরকার গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)-এর হাতে ছিল সারদা মামলার তদন্তভার। ওই দলের মাথায় ছিলেন রাজীব কুমার। সারদা তদন্তে রাজীব কুমার অসহযোগিতা করছেন বলে সিবিআই বারবার অভিযোগ তুলেছে। এনিয়ে সুপ্রিমকোর্টেও যায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। তখন দেশের শীর্ষ আদালত অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দেয় রাজীবের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের ওপর। পরবর্তীকালে তা সরিয়ে নেয় শীর্ষ আদালত। এরপর রাজীব কুমারকে জেরা করতে চেয়ে ফের নোটিশ দেয় সিবিআই। নোটিশে সাড়া না দিয়ে হাইকোর্টে আসেন এডিজি সিআইডি রাজীব কুমার।

কণ্ঠস্বরের নমুনা দিলেন শোভন, অপরূপা

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর (সংবাদ) : বুধবার সিবিআইয়ের তলবে সাড়া দিয়ে নারদ মামলায় নিজাম প্যালেসে সংস্থার অফিসে হাজিরা দেন তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গী ছিলেন ঘনিষ্ঠ বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সিবিআই দপ্তরে ঢোকার কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে আসেন তিনি। বৈশাখী বলেন, 'শোভনের কণ্ঠস্বরের নমুনা নেওয়া হয়েছে শুধু। নারদ ভিডিয়োতে তাঁর ছবির সঙ্গে কণ্ঠস্বর অল্পই আছে। সেটুকু পাঠ করতে তাঁর আধ ঘণ্টা মতো লাগে। এর বাইরে তাঁকে কোনোরকম জেরা করা হয়নি।' এর আগে সিবিআই শোভনকে যখন ডেকেছিল, তখন তিনি দিল্লিতে ছিলেন। তাই আসতে পারেননি। নারদ মামলায় এদিন আরামবাগের তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দারও কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতে সিবিআই দপ্তরে যান। তাঁর সঙ্গে তাঁর স্বামীও ছিলেন। গত মাসে আরামবাগের সাংসদের রিষড়ার ছাই রোডের বাড়িতে হানা দিয়েছিল সিবিআই দল। তারপরই তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়। নারদ তদন্তের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে একের পর এক অভিযুক্তের কণ্ঠস্বরের নমুনা নিচ্ছে সিবিআই। এর আগে অভিযুক্তরা কেউই নমুনা দিতে রাজি হননি। তখন আদালতের দ্বারস্থ হতে হয় সিবিআইকে। আদালতের অনুমতি নিয়েই সবার কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এদিন নমুনা দিতে আসার কথা ছিল রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীরও। কিন্তু তিনি পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচিতে উত্তরবঙ্গে থাকায় আসতে পারেননি। বৃহস্পতিবার তিনি আসতে পারেন বলে জানা গিয়েছে। আসতে পারেন সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদারও। এদিন আসতে পারেননি ম্যাথু স্যামুয়েলও। ই-মেলে তিনি সিবিআইকে আগেভাগেই তা জানিয়ে দিয়েছিলেন। ম্যাথু দাবি করেছিলেন, কেডি সিং তাঁকে এই স্টিং অপারেশন করতে বলেন। তাঁর অর্থলগ্নি সংস্থা অ্যালকেমিস্টের সল্টলেক শাখা থেকেই তাঁকে স্টিং অপারেশনের টাকা দেওয়া হয়েছিল। এই নিয়ে সম্প্রতি দিল্লিতে ম্যাথু ও কে ডি সিংকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করে সিবিআই।

মমতার সুরক্ষায় আজ পথে দীর্ঘ ব্যারিকেড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : রাজ্যে বিজেপির প্রস্তাবিত এনআরসির উদ্যোগের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার পথে নামছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দল। দমদমের সিঁথির মোড় থেকে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় অবধি এই পদযাত্রায় ব্যারিকেড তৈরি করার জন্য দরপত্র আহ্বান করেছে পূর্ত দপ্তর। মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তায় এই দীর্ঘ পথের দু'দিক ব্যারিকেড দিয়ে ঘেরা হবে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। ১০ সেপ্টেম্বর ডা